IJNRD.ORG ISSN : 2456-4184
INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD) | IJNRD.ORG
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

ভারতীয় দর্শনে ভ্রম সম্পর্কিত প্রভাকর মীমাংসা , ন্যায় ও অদ্বৈত বেদান্তের ভাবনার একটি পর্যালোচনা

অনিমেশ সরকার

স্যাক্ট টিচার্স , দর্শন বিভাগ , হুগলী মহিলা মহাবিদ্যালয় , পশ্চিমবঙ্গ , ভারত।

সারসংক্ষেপ :

ভারতীয় দর্শনে ভ্রম জ্ঞান স্বীকৃত। ভ্রম প্রক্রিয়ায় ভ্রান্ত ব্যক্তির যে বিষয়কে অবলম্বন করে ভ্রম হয় সেই বিষয়কে কেন্দ্র করে ভারতীয় দর্শনে বিতর্কের মহাপ্লাবন বয়ে গেছে। ভারতীয় দর্শনে বিভিন্ন প্রমান পদ্ধতি স্বীকার করা হয়েছে যার মাধ্যমে আমাদের যথার্থ জ্ঞান হয়ে থাকে একথা আমরা সকলেই জানি। আবার আমরা এটাও জানি আমাদের সকলেই ভ্রম জ্ঞান হয়ে থাকে। এই ভ্রম জ্ঞান কখনও সার্বিক হতে পারে আবার কখনও ব্যক্তিগত হতে পারে। ভ্রমের স্থলে শুক্তিতে যে আমরা রাজত প্রত্যক্ষ করি , ওই প্রত্যক্ষে শুক্তিতে রজত আসলে থাকে না। ওই প্রত্যক্ষে কেবল শুক্তিই থাকে। সামনে পরে থাকা ঝিনুকের টুকরোতে রজতের খ্যাতিই কেবল থাকে। শুক্তি বা ঝিনুকে রজত আরোপিত বা প্রতীয়মান হয় মাত্র। আর ওই কারণেই ভ্রম সম্পর্কে বিভিন্ন দর্শন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সিদ্ধান্তকে খ্যাতিবাদ বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এখন আসল কথা হলো শুক্তিতে যখন রজত প্রত্যক্ষ হয় তখন সেই রজত শুক্তিতে কোথা থেকে আসলো এবং কিভাবে এলো ? কিভাবেই বা আমাদের নেত্রগোচর হলো ? শুক্তিতে রজতের এই ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ দার্শনিক আচার্যগণ তাদের দার্শনিক সমীক্ষার অনুকূল বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার ও মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছেন। আর এই কারণেই ভ্রমের ব্যাখ্যায় ভারতীয় দর্শনে ভিন্ন ভিন্ন খ্যাতিবাদের সৃষ্টি হয়েছে।

বীজ শব্দ : ভ্রম , জ্ঞান , বিতর্ক , ভ্রান্ত , প্রতীয়মান, নেত্রগোচৰ মূল্যায়ন , খ্যাতি ।

ভারতীয় দর্শনে এই ভ্রমকে কেন্দ্র করে যে খ্যাতিবাদগুলির উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলি হলো অখ্যাতিবাদ, বিপরীত্খ্যাতিবাদ , অন্যথ্যাখ্যাতিবাদ , অনির্বাচণীয় খ্যাতিবাদ , সৎখ্যাতিবাদ , আত্মখ্যাতিবাদ , অসৎখ্যাতিবাদ ইত্যাদি। তবে আমি এই প্রবন্ধে প্রভাকর মীমাংসক , ন্যায় এবং অদ্বৈত বেদান্তের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে খ্যাতিবাদকে আলোচনা করব।

ভ্রমের বিষয়ে যখন চর্চা করা হয় তখন মীমাংসা দর্শনের দার্শনিক যার নাম গুরু প্রভাকর মিশ্র বলেছেন সমস্ত জ্ঞান যথার্থ। অযথার্থ জ্ঞান বলে কিছু নেই। তাহলে প্রশ্ন হলো : আমরা যখন ভ্রম ও প্রমার মধ্যে পার্থক্য করি তার কারন কি ? এর উত্তরে গুরু প্রভাকর যা বলেন তা অখ্যাতিবাদ নামে পরিচিত। এখানে " খ্যাতি " শব্দের অর্থ জ্ঞান আর অখ্যাতি শব্দের অর্থ হল জ্ঞানের অভাব বা ভেদ জ্ঞানের অভাব। একটি প্রত্যক্ষ জ্ঞান আরেকটি স্মৃতি জ্ঞান। এইভাবে জ্ঞানদ্বয়ের এবং সেই জ্ঞান দ্বয়ের যে বিষয় দ্বয় তাদের পার্থক্য জ্ঞানের অভাব ভ্রম জ্ঞানে থাকে বলে এই মতবাদকে অখ্যাতিবাদ বলা হয়।

রজ্জুতে সর্প ভ্রম অথবা শুক্তিতে রজত ভ্রম কালে 'এটি সর্প ' বা 'এটি রজত ' জ্ঞানকে আমরা বিশিষ্ট জ্ঞান বলে মনে করি।কিন্তু প্রভাকর মীমাংসা মতে আসলে সেটি দুটি জ্ঞান। একটি হল প্রত্যক্ষ জ্ঞান অপরটি হল স্মরণাত্মক জ্ঞান। শুক্তিতে রজত ভ্রমের ক্ষেত্রে শুক্তির জ্ঞান হলো প্রত্যক্ষিত জ্ঞান কিন্তু রজতের জ্ঞান হলো স্মরণাত্মক জ্ঞান। ফলত : শুক্তিতে রজতের জ্ঞানকে কখনোই শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ জনিত জ্ঞান অথবা শুধুমাত্র স্মরণাত্মক রূপে উল্লেখ করা যায় না। এই ধরণের জ্ঞান হল প্রত্যক্ষ এবং স্মৃতি জ্ঞানের সমন্বিত রূপ। এই দুটি জ্ঞানই যথার্থ এবং তাদের বিষয় বস্তুও নিজ নিজ ক্ষেত্রে সৎ। প্রভাকর মীমাংসকেরা বলেন, দুটি জ্ঞান যথার্থ হলেও কোনো একটি জ্ঞানও এক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় না , আংশিকরূপে প্রকাশ পায় এবং জ্ঞান দুটি ওই আংশিক জ্ঞান রূপেই সত্য। ইহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানে ' শুক্তি ' প্রকাশিত না হওয়ায় (অর্থাৎ ইহা শুক্তি , এই ভাবে জ্ঞানটি প্রকাশিত না হাওয়ায়) ইহা জ্ঞান আংশিক সত্য । তেমনি ' রজত ' বিষয়ক স্মৃতি জ্ঞানে 'সেই রজত ' - এই প্রকারে জ্ঞান (শুক্তির চাকচিক্য প্রভৃতি গুনের সঙ্গে সাদৃশ্যবশত পূর্বজ্ঞাত সেই রজতের স্মরণের হয়।) না হওয়ায় রজতের স্মৃতি জ্ঞানটিও আংশিক সত্য। প্রত্যক্ষ জ্ঞান ইহা অংশে যে রজতের ভেদ আছে তা প্রকাশ পায় না , তেমনি আবার স্মরণাত্মক রজত অংশে যে সেই রজতের ভেদ আছে তাও প্রকাশ পায় না এই কারণে অর্থাৎ এই দুটি জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য করতে না পাড়ার জন্যই ব্যক্তি (আমরা) রজত প্রাপ্তির জন্য প্রবৃত্তি হই। অস্পষ্ট আলোক , ইন্দ্রিয়ের দুর্বলতা , দূরত্ব , মানসিক চাঞ্চল্য ইত্যাদি দোষের জন্যই দুটি ভিন্ন জ্ঞানের ভেদ নিরূপিত হতে পারে না। কাজেই ভ্রম কোন জ্ঞান , ভ্রম হয় ব্যবহারে , দুটি ভিন্ন জ্ঞানকে একটি বিশিষ্ট জ্ঞান রূপে ব্যবহারে।

প্রভাকর সম্মত অখ্যাতিবাদ আলোচনা করা হল কিন্তু এখন প্রশ্ন হল : প্রভাকর দ্বারা সমর্থিত এই অখ্যাতিবাদ কতটা গ্রহণযোগ্য ? এই প্রশ্নের উত্তরে নৈয়ায়িক ও অদ্বৈত বেদান্তীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কিছু আপত্তি উত্থাপন করা যায়।

প্রভাকরের অখ্যাতিবাদের আপত্তি করতে গিয়ে নৈয়ায়িকরা বলেন যে 'শুক্তিতে ইহা রজত ' বলে আমাদের জ্ঞান হয় তা একটি বিশিষ্ট জ্ঞানই কিন্তু প্রভাকর একে বিশিষ্ট জ্ঞান বলেনি , তারা 'শুক্তি' এবং 'রজত ' কে দুটি ভিন্ন জ্ঞান বলেছেন। নৈয়ায়িকরা আপত্তি করে বলেন যে যদি শুক্তি জ্ঞান ও রজত জ্ঞানের এবং জ্ঞান দুটির বিষয় দ্বয়ের ভেদ জ্ঞানের অভাব কে ভ্রমজ্ঞানস্থলীয় ইচ্ছা ও প্রবিত্তির কারণ বলে মানা হয় তাহলে প্রমা ও ভ্রমের অনন্তর যে ভিন্ন ভিন্ন ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি হয় তাদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিতে হয়। অথচ জ্ঞানরূপে প্রমা ও ভ্রম স্বরূপতঃ ভিন্ন নয়। তাই তাদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা অসংগত বলে নৈয়ায়িকরা মনে করেন।

অদ্বৈত বেদান্তি মতেও অখ্যাতিবাদ গ্রহণযোগ্য হতে পারে নি। নৈয়ায়িকদের সঙ্গে একমত হয়ে অদ্বৈত বেদান্তিও বলেছেন ভ্রম জ্ঞান একটি বিশিষ্ট জ্ঞান এবং তার বিষয়ও একটি বিশিষ্ট ভাবাত্মক বস্তু। তাছাড়া ভেদের অগ্রহণের জন্য ভ্রান্তি হয় – একথা প্রভাকরগণ বলতেই পারেন না। প্রভাকর মতে অভাব অধিকরণ স্বরূপ। ভেদও একপ্রকার অভাব , যাকে আমরা অন্যানোভাব বলে জানি। ইদং – এর প্রতক্ষ ও রজতের স্মৃতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভেদ আমরা জেনে যাব কেননা প্রভাকর মতে জ্ঞান স্বপ্রকাশ এবং দুটি জ্ঞানের ভেদ ওই জ্ঞানস্বরূপ।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে , নৈয়ায়িক ও অদ্বৈত বেদান্তি উভয়ই প্রভাকর স্বীকৃত অখ্যাতিবাদ গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না। তাহলে স্বতঃই প্রশ্ন ওঠে শুক্তি স্থলে ইদং রজতম – এই প্রকার জ্ঞান কিরূপে সম্ভব। এই প্রশ্নের উত্তরে নৈয়ায়িক যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা 'অন্যথাখ্যাতিবাদ ' নামে প্রসিদ্ধ এবং অদ্বৈত বেদান্তি যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা ' অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদ ' নামে প্রসিদ্ধ।

এখন দেখা যাক , নৈয়ায়িক স্বীকৃত অন্যথ্যাখ্যাতিবাদ কাকে বলে ? নৈয়ায়িকরা বলেন – শুক্তিতে রজতের ভ্রমের চক্ষুইন্দ্রীয়ের দ্বারা শুক্তিটির লৌকিক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হবার পর সাদৃশ্যবসত রজতের স্মৃতি জ্ঞান জন্মায়। এই স্মৃতিজ্ঞানকে জ্ঞানলক্ষন সন্নিকর্ষ ধরে স্মৃতি জ্ঞানের বিষয় সত্য রজতের অলৌকিক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়। জ্ঞানলক্ষন সন্নিকর্ষের দ্বারা রজতের অলৌকিক প্রত্যক্ষ অপ্রমা নয়। কিন্তু অলৌকিক সন্নিকর্ষের দ্বারা দৃষ্ট সত্য রজতের ধর্ম যে রজত্ব তা 'ইদং ' শব্দের দ্বারা বাচ্য শুক্তিকাতে সমবায় সমন্ধে প্রতীত হয় এবং ' এটি রজত ' এরূপে বিশিষ্ট চাক্ষুষ প্রতক্ষে ভ্রম জন্মায়। এই ভ্রম জ্ঞানে শুক্তি স্বরূপতঃ যা সেই রূপে প্রত্যক্ষ না হয়ে অন্য রূপে জ্ঞাত হয়। তাই ভ্রম সম্পর্কে নৈয়ায়িকদের মত অন্যথ্যাখ্যাতিবাদ নামে পরিচিত। নৈয়ায়িকদের মতে ভ্রম

প্রতক্ষের বিষয় রজত কিন্তু মিথ্যা নয়, সৎ। রজত্ব শুক্তিতে না থাকলেও অন্যাত্রাবস্থিত রজত থাকে। 'ইহা রজত নয় ' - এই বাধক জ্ঞান শুক্তির সঙ্গে রজতত্বের সম্বন্ধ বাধিত করে এবং তারা যে ভিন্ন ভিন্ন অধিকরণে থাকে তার প্রতীতি করায়।

অদ্বৈত বেদান্তি যেমন প্রভাকর সম্মত অখ্যাতিবাদকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না তেমনি অন্যথ্যাখ্যাতিবাদকেও গ্রহনযোগ্য বলে মনে করেন না। অন্যথ্যাখ্যাতিবাদকে খন্ডন করতে গিয়ে অদ্বৈত বেদান্তি বলেন অন্যথ্যাখ্যাতিবাদী নৈয়ায়িকও সর্বাংশে বাস্তব অনুসারী নন। নৈয়ায়িক যে বলেন 'ইহা' রূপ শুক্তির অন্যথা জ্ঞান হয় , তা ঠিক নয় । ভ্রম জ্ঞানের পর ভ্রান্ত জ্ঞাতা বর্তমান রজতেই প্রবৃত্ত হয়। অন্যত্র বর্তমান কিংবা অতীতকালীন রজত , বর্তমান রজতে প্রবৃত্তি জন্মাতে পারে না। ভ্রমজ্ঞানে অন্যাত্রদৃষ্ট রজতরূপে রজত প্রতীতি হয় না। অদ্বৈত বেদান্তি নৈয়ায়িক কথিত ' জ্ঞানলক্ষণা ' নামক অলৌকিক সন্নিকর্ষ মানেন না। কারণ এ রকম সন্নিকর্ষ মানলে গুরুতর দোষ হয়। নৈয়ায়িক বলেন যে চন্দনকাঠ জ্ঞাতার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হবার মতো ব্যবধানে আছে অথচ সেই ব্যবধানটি তার গন্ধের ঘ্রানজ প্রত্যক্ষ জন্মানোর যোগ্য নয় , তার সঙ্গে চক্ষুর সন্নিকর্ষ হলেও ' চন্দনটি সুরভিযুক্ত' বলে লোকের জ্ঞান হয়। এই জ্ঞানের ব্যাখ্যা করার জন্য নৈয়ায়িক জ্ঞানলক্ষণা সন্নিকর্ষ মানেন। অদ্বৈত বেদান্তি মনে করেন , এই জ্ঞানটিকে অনুমিত্যাত্মক কিংবা ভ্রম প্রত্যক্ষ বলা উচিত। কারণ লৌকিক সন্নিকর্ষে যে বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয় না , অলৌকিক সন্নিকর্ষ (জ্ঞান –লক্ষণা সন্নিকর্ষ) দ্বারা তার প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানের উপপাদন করলে , যে কোনও অনুমিতিই প্রত্যক্ষ পদবাচ্য হয়ে পড়।

উক্ত খ্যাতিবাদগুলির খণ্ডনের মধ্য দিয়ে , অদ্বৈত বেদান্তীর ' খ্যাতি ' সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অদ্বৈত বেদান্তি মনে করেন , যা মিথ্যা (ভ্রমজ্ঞান বিষয়) তা সৎ বলেও বচনীয় নয় আবার অসৎ বলেও বচনীয় নয়। এই জন্য অদ্বৈত বেদান্তে ভ্রম সম্পর্কে মতবাদকে অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদ বলা হয়। শুক্তিতে রজতের ভ্রমজ্ঞান কালে , রজতটি জ্ঞানের অতিরিক্ত বিষয়রূপেই বহির্দেশে প্রতিভাত হয়। তাই রজত গ্রহণে জ্ঞাতার প্রবৃত্তি হয়। যা ভাবরূপে প্রতীত হয়ে , ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি বিষয় হয় , তা আকাশকুসুম কিংবা বন্ধ্যাজননীর মত অসৎ হতে পারে না আবার রজতটিকে সৎ ও বলা চলে না কারণ অদ্বৈত বেদান্তি মতে , যা ত্রিকাল অবাধিত, তাই সৎ।যা বাধিত হয়ে যায় , তা সৎ হতে পারে না। শুক্তিতে রজত ভ্রমের পর ' ইহা রজত নয় ' বলে জ্ঞান হলে , পূর্বে প্রতীত রজতটি বাধিত হয়।

অদ্বৈত বেদান্তীর মত মেনে নিলে অর্থাৎ ভ্রমের বিষয়টি মিথ্যা রজত হলে রজতের ত্রৈকালিক নিষেধ সম্ভব হয় কি করে ? কেননা একক্ষনের জন্য হলেও প্রতীতিমাত্র শরীর হওয়ায় ভ্রমের বিষয়ের ত্রৈকালিক নিষেধ সম্ভব হয় কি ? এর উত্তরে

কেও কেও বলেছেন শুক্তিতে রজত ভ্রমের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ হয় প্রাতিভাসিক রজতের , আর নিষেধ হয় ব্যবহারিক রজতের। এখানে আবার আপত্তি ওঠে , যার প্রত্যক্ষ হবে তারই নিষেধ হবে – এটাই নিয়ম। কিন্তু এখানে প্রত্যক্ষ হচ্ছে প্রাতিভাসিক রজতের আর নিষেধ হচ্ছে ব্যবহারিক রজতের এটা কি করে সম্ভব ?

একথা স্বীকার্য যে , খ্যাতিবাদের মতো বিশাল ও জটিল বিষয়ে একটি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো খুবই কঠিন। তবে আমার এই প্রবন্ধে আলোচিত অখ্যাতিবাদ , অন্যথাখ্যাতিবাদ ও অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদের মধ্যে অন্যথ্যাখ্যাতিবাদই বেশি যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। প্রভাকর মীমাংসক স্বীকৃত অখ্যাতিবাদে ভ্রম জ্ঞানের যে ভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তা আমাদের অনুভব বিরোধী। দৈনন্দিন জীবনে আমরা ভ্রম জ্ঞানকে যেভাবে পাই তাতে কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না যে ভ্রম জ্ঞান একটি বিশিষ্ট জ্ঞান। আবার অদ্বৈত বেদান্তি ভ্রম জ্ঞান কে একটি বিশিষ্ট জ্ঞান বলে মানলেও ভ্রম জ্ঞানের বিষয়কে যেভাবে ' মিথ্যা ' বলে বর্ণনা করেছেন তা আমাদের সাধারণ অনুভবের দিক থেকে মেনে নিতে একটু অসুবিধা হয়।কেননা ভ্রমের বিষয়কে ' মিথ্যা ' বললে বাধক জ্ঞানের দ্বারা তার ত্রৈকালিক নিষেধ সম্ভব হয় বলে মনে হয় না কেননা একক্ষনের জন্যে হলেও তো প্রতীতিমাত্র শরীর হয়।

তবে নৈয়ায়িক যে বলেছেন ভ্রমে দেশান্তরে ও কালান্তরে দৃষ্ট বস্তুর বর্তমান প্রত্যক্ষ হয় এবং বাধক জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয় বিষয় গুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ – এটা কিন্তু আমরা সহজেই অনুভবে বুজতে পারি। অবশ্য অদ্বৈত বেদান্তি আপত্তি করে বলেছেন পারস্পারিক সম্বন্ধের বাধকে মেনে নেওয়ার অর্থ 'অসৎ ' এর নিষেধকে মেনে নেওয়া। কিন্তু এক্ষেত্রে বলা যায় নৈয়ায়িক তো বিষয়গুলির পারস্পরিক সম্বন্ধকে অলীক বলেন নি। ভ্রম জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ্য বিশেষনের আরোপিত সম্বন্ধটি অন্যত্র তো সত্যি। তাই ভ্রমজ্ঞান বিষয়ক প্রভাকর মীমাংসাক ,ন্যায় ও অদ্বৈত বেদান্তের ভাবনার মধ্যে ন্যায়ের ভাবনাই অধিকতর যুক্তি সঙ্গত বলে মনে হয়।

গ্রন্থপঞ্জী :

১।অননংভট্ট , তর্ক সংগ্রহ (অনুবাদ নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী) সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার , কলকাতা।

২। তর্ক সংগ্রহ (অনুবাদ কানাইলাল পোদ্দার) ব্যানার্জী পাবলিশার্স , কলকাতা।

৩। দেবব্রত সেন , ভারতীয় দর্শন , পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ , কলকাতা।

৪। মৃদুলা ভট্টাচার্য , খ্যাতিবাদের দিক দর্শন , মহাবোধি , কলকাতা।

৫। তর্ক সংগ্রহ ,ড. কমলকৃষ্ণ চক্রবর্তী ,বাণী প্রকাশন ,কলকাতা।

৬। ভারতীয় দর্শন ,সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য ,বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড।

৭। ন্যায়দর্শন ,ফণিভূষণ তর্কবাগিশ ,পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ ,কলকাতা।

সমাপ্ত

International Research Journal
IJNRD
Research Through Innovation